কালের কণ্ঠ

তারিখ ০৬ NOV 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

খাতা মূল্যায়নে শিক্ষকদের ত্রুটির প্রমাণ মিলেছে

নামকরা শিক্ষকদেরও খাতা দেখতে হবে

আজিজুল পারভেজ ▷

বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের খাতা মূল্যায়নে শিক্ষকদের ত্রুটির বিষয়ে প্রমাণ পেয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। যোগ্য শিক্ষকরা খাতা দেখার সঙ্গে সম্পৃক্ত না হওয়ায় শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার খাতা যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা হচ্ছে না। শিক্ষকদের ভুলের খেসারত দিচ্ছে শিক্ষার্থীরা। এই অবস্থায় খাতা মূল্যায়নে দেশের নামকরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের সম্পৃক্ত করাসহ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

গত রবিবার ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে আন্তশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সভায় দেশের আট সাধারণ শিক্ষা বোর্ড, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানরা যোগ দেন। এতে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব চৌধুরী মুফাদ আহমদ।

জানা যায়, সম্প্রতি অনুষ্ঠিত পাবলিক পরীক্ষার ফল ঘোষণার পর দু-এক বিষয়ে ফেল কিংবা নম্বর কম পাওয়া শিক্ষার্থীদের পুনঃপরীক্ষণের আবেদন বেড়েছে রেকর্ডসংখ্যক। আবেদন করে অনেকের ফল পরিবর্তন হয়েছে, অনেকে ফেল থেকে পাস করেছে। কিন্তু পুনঃপরীক্ষণে খাতা নতুনভাবে মূল্যায়নের সুযোগ নেই, কেবল নম্বর ঠিকমতো দেওয়া হয়েছে কি না, যোগ করা হয়েছে কি না, তা দেখা হয়। এ কারণে অনেকেই কাঙ্ক্ষিত ফললাভে ব্যর্থ হয়। এ অবস্থায় শিক্ষার্থীদের খাতা যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা হচ্ছে কি না তা অনুসন্ধান করে দেখার জন্য বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিটকে (বেডু) দায়িত্ব দেওয়া হয়। এতে খাতা মূল্যায়ন ত্রুটিপূর্ণ হচ্ছে বলে প্রমাণ মেলে। তাদের গবেষণায় দেখা যায়, ভুল উত্তরের জন্যও নম্বর দেওয়া হচ্ছে। আবার সঠিক উত্তরে যথাযথ নম্বর দেওয়া হচ্ছে না।

অনুসন্ধানকালে খাতা মূল্যায়নের ত্রুটিগুলো চিহ্নিত করা হয়। দেখা যায় যে নামকরা প্রতিষ্ঠানের

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৬

খাতা মূল্যায়নে শিক্ষকদের ত্রুটির

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকরা পরীক্ষার খাতা দেখছেন না। খাতা মূল্যায়ন করে যে পরিমাণ টাকা পাওয়া যায় তার চেয়ে অনেক বেশি টাকা মেলে প্রাইভেট টিউশনি কিংবা কোচিংয়ে সময় দিলে। প্রাইভেট টিউশনি ও কোচিংয়ে ভালো ও নামকরা শিক্ষকদেরই চাহিদা বেশি। অনুসন্ধানে প্রমাণ পাওয়া গেছে, রাজধানীর ভিকারুননিসা, আইডিয়াল, রাজউক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের কোনো শিক্ষক পাবলিক পরীক্ষার খাতা দেখেন না। এমনকি জেলা শহরের নামকরা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরাও খাতা দেখেন না। খাতা দেখেন মূলত গ্রামাঞ্চলের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা, যাঁদের সবাই প্রশিক্ষণপ্রাপ্তও নন। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই নিজেদের প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষার প্রশ্ন প্রণয়ন করতে পারেন না। ওই সব প্রতিষ্ঠানে বাইরে থেকে কেনা প্রশ্নে পরীক্ষা নেওয়া হয়। আবার কেউ কেউ প্রশ্ন করার দায়িত্ব নিয়ে গাইড বই থেকে প্রশ্ন তুলে দেন। যাঁরা প্রশ্ন প্রণয়ন করতে পারেন না তাঁরা যথাযথভাবে খাতা মূল্যায়নও করতে পারেন না। এর ফলে অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী ভালো পরীক্ষা দিয়েও ফেল করে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আবার কেউ কেউ খারাপ পরীক্ষা দিয়েও পার পেয়ে যাচ্ছে। এর ফলে শিক্ষার মান নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

এই অবস্থায় পাবলিক পরীক্ষার খাতা যথাযথভাবে মূল্যায়ন করার বিষয়টি নিশ্চিত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এ জন্য নামকরা শিক্ষকরাও যাতে খাতা মূল্যায়নে সম্পৃক্ত হতে বাধ্য হন তার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হতে পারে বলে জানা গেছে।

অনুসন্ধানে প্রধান পরীক্ষকদের গাফিলতিরও প্রমাণ মিলেছে। পরীক্ষকদের মূল্যায়ন করা খাতা প্রধান পরীক্ষকদের দ্বৈবচয়ন পদ্ধতিতে অন্তত ১০ শতাংশ পুনরায় মূল্যায়ন করার কথা, যাতে করে পরীক্ষকদের মূল্যায়নে ত্রুটি থাকলে তা ফল প্রকাশের আগেই ধরা পড়ে। কিন্তু অনুসন্ধানে দেখা গেছে, প্রধান পরীক্ষকরা তাঁদের এ দায়িত্ব পালনে গাফিলতি করেন। তাঁরা কোনো খাতাই মূল্যায়ন করেন না। এ জন্য আগামী দিনে প্রধান পরীক্ষকরা কোন কোন খাতা মূল্যায়ন করেছেন, পরীক্ষকদের খাতা মূল্যায়ন কেমন ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট করতে হবে বোর্ড কর্তৃপক্ষকে।

পরীক্ষকদের মূল্যায়ন ফি বাড়ানোরও সিদ্ধান্ত হয়েছে। চলতি বছর জেএসসিতে খাতাপ্রতি মূল্যায়ন সম্মানী ১২ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৫ টাকা করা হয়েছে। এসএসসি ও এইচএসসির ক্ষেত্রেও সম্মানী বাড়ানো হবে। প্রশ্ন প্রণয়নকারী ও মডারেটরদের সম্মানীও বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এ ব্যাপারে আন্তশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাহবুবুর রহমানের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, পরীক্ষার্থীদের খাতা মূল্যায়নের ত্রুটিগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলো বিশেষজ্ঞ শিক্ষাবিদদের সমন্বয়ে গঠিত শিক্ষামন্ত্রীর শিক্ষা উন্নয়ন বিষয়ক পরামর্শক কমিটিতে আলোচনার জন্য পাঠানো হবে। আগামী ২৫ নভেম্বর কক্সবাজারে পরামর্শক কমিটির উপস্থিতিতে আবাসিক কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর বাস্তবায়ন শুরু হবে।